BOOK REVIEW

হাদিস যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া

শাহ্ আব্দুল হান্নান

আমি বহু আগে থেকেই রসুল সা. থেকে বর্ণিত হাদিসের সনদ ও মতন (Text) যাচাই সম্পর্কে পড়াশোনা করছিলাম। এ সম্পর্কে প্রথম যে বই পড়ি, তা ছিল মরহুম মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবের 'হাদিস সংকলনের ইতিহাস'। তাতে তিনি অন্য অনেক বিষয়ের মধ্যে হাদিসের 'মতন' যাচাই করার নিয়মনীতি উল্লেখ করেছেন।

এরপর আমি উসুলুল ফিকাহ্র কয়েকটি বই পড়ি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিখ্যাত ইসলামি গবেষক চিন্তাবিদ ও আইনবিদ ড. হাশিম কামালির 'Principles of Islamic Jurisprudence' গ্রন্থটি- যেটির এখন বাংলা অনুবাদ হয়েছে, 'ইসলামি আইনের মূলনীতি' নামে। গ্রন্থটি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি) হাউজ # ৪, রোড # ২, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ থেকে (ফোন: ০২-৫৮৯৫৪২৫৬, ০২-৫৮৯৫৭৫০৯) প্রকাশিত। এই বইয়ের উসুলুল ফিকাহ্র আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও হাদিসের শ্রেণিবিন্যাস, তাদের পরীক্ষার নিয়মনীতি এবং কী ধরনের হাদিস থেকে কী ধরনের আইন বের হতে পারে, তার আলোচনা হয়েছে। সব আলেম এবং ইসলামে আগ্রহী ব্যক্তিদের এ বই পড়া উচিত।

এ ব্যাপারে পরে আমি ড. ইউসুফ আল-কারযাভীর বই 'কাইফা নাতা'য় 'মাল মায়া আল সুন্নাহ' বইটি ইংরেজিতে পড়ি। এখন এর বাংলা অনুবাদ বিআইআইটি থেকে 'সুন্নাহ্র সান্নিধ্যে' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি অসাধারণ বই। এই বইয়ের মাত্র একটি বিষয় আমি এ কলামে আলোচনা করব।

এ বইয়ে ড. কারযাভী বলেছেন, সুন্নাহ বা হাদিসের শত্রুরা নানাভাবে জাল হাদিস ছড়িয়েছে, হাদিসের অর্থ বিকৃত করেছে। এসব রোধ করার জন্য ইসলামের মুহাদ্দিসগণ সব ধরনের চেষ্টা করেছেন এবং সহিহ্ হাদিসকে দুর্বল ও জাল হাদিস থেকে আলাদা করেছেন। এ যাচাই-বাছাই এখনো অব্যাহত রয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেছেন, কিছু তাফসির ও ফিকাহ্ গ্রন্থেও কিছু সূত্রবিহীন, অজানা হাদিস ঢুকে পড়েছে। এগুলো যাচাই-বাছাই গত একশত বছর ধরে বিশেষজ্ঞরা করেছেন এবং এখনো করছেন। তাদের কিছু কাজের উল্লেখ নিচে করছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুর্বল হাদিস কোনো আইনের ভিত্তি হতে পারে না। ইসলামের দাওয়াতি কাজে, প্রচারের কাজে, জনগণকে আকর্ষণ করার কাজেও ব্যবহার করা যাবে না। এ ব্যাপারে বেশির ভাগ ফিকাহবিদ একমত।

সুন্নাহর সেবক ফুয়াদ আব্দুল বাকী 'মুয়াত্তা', 'ইমাম মালিক', 'সহিহ মুসলিম' ও 'সুনান ইবনে মাজাহ' সম্পাদনা করেছেন। ইসমত উবায়িদ 'সুনান' 'আবু দাউদ' ও 'সুনান তিরমিজি' সম্পাদনা করেছেন। আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ 'নাসায়ী' সম্পাদনা করেছেন। শায়খ নাসিরউদ্দিন আলবানী হাদিস যাচাই-বাছাই করে সহিহ 'ইবনে মাজাহ', 'সহিহ আল তিরমিজি', 'সহিহ আন নাসায়ী' সম্পাদনা করেছেন। মুক্তাদা আল আজামী ও আলবানী একত্রে 'সহিহ ইবনে খুযায়মাহ' সম্পাদনা করেছেন।

আহ্‌মদ মুহাম্মদ শফির ১৫ খণ্ডে মুসনাদে আহমদের সনদ যাচাই-বাছাই করেছেন। শায়খ শফির ইবনে কাসিরের তাফসিরে উল্লিখিত হাদিসেরও যাচাই-বাছাই করেছেন। তিনি এর নাম দেন 'উমদাত আল তাফসির'। আল বানী 'মিশকাত' এবং সূয়তীর 'সহিহ আল জামী আস সাগিরের' হাদিসগুলো পরীক্ষা করে সহিহ ও জয়িফ পৃথক করেন। এ ব্যাপারে আরো যে কাজ গত একশত বছরে হয়েছে, তার তালিকা 'সুন্নাহর সান্নিধ্যে' বইয়ের ৬১ থেকে ৬৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখতে পারেন।

আমার এ লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সব মাদরাসার এবং আলমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যেন তারা এসব বই সংগ্রহ করেন, লাইব্রেরিতে রাখেন, তাদের কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করেন, রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহার করেন, এটা অত্যন্ত জরুরি, যাতে উম্মাহ কেবল সহিহ হাদিসের ওপর নির্ভর করে আইন প্রণয়ন এবং আমল করতে পারে। আশা করি, সবাই এ বিষয়টি চিন্তা করবেন।

১৮-১১-২০১৬
ইসলামি শিক্ষা সিরিজ